FEED THE FUTURE
The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ফিড দ্যা ফিউচার বাংলাদেশ অ্যাকোয়াকালচার অ্যান্ড নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি

বাগদা চিংড়ির পোনা মজুদপরবর্তী ব্যবস্থাপনা-৩

বাগদা চিংড়ির খাদ্য ব্যবস্থাপনা

চিংড়ির দেহের ওজন ও খাদ্যগ্রহণ মাত্রার ওপর ভিত্তি করে প্রতিদিন ১০০ কেজি বাগদার জন্য ১০ কেজি থেকে ২.২ কেজি সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করুন। পুষ্টিসমৃদ্ধ মৎস্য খাদ্য উপকরণ খাদ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি করে এবং বাগদা চিংড়ির খাদ্য হজমে সহায়তা করে,ফলে ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

চিংড়ির বয়স ও ওজন অনুসারে ১০০০ টি বাগদার দৈনিক খাদ্য প্রয়োগের তালিকা

প্রতিটি বাগদার ওজন (গ্রাম)	প্রতি কেজিতে সংখ্যা (পিস)	খাদ্য প্রয়োগের হার (% দেহ ওজনের)	দৈনিক খাদ্য প্রয়োগ (গ্রাম প্রতি হাজারে)	খাদ্যের ধরন
২-৪	৫০০-২৫০	১০.০-৭.০	২০০-২৮০	ক্রাম্বল
৬-৮	১৬৫-১২৫	৬.০-৫.০	৩৬০-৪০০	ক্রাম্বল
১০-১২	১০০-৮৩	৪.৫-৪.২	৪৫০-৫০০	স্টার্টার
১৪-১৬	৭১-৬৩	৪.০-৩.৮	৫৬০-৬০৮	স্টার্টার
১৮-২০	৫৬-৫০	৩.৬-৩.৫	৬৪৮-৭০০	স্টার্টার
২২-২৪	৪৫-৪২	৩.২-৩.০	৭০৪-৭২০	পিলেট
২৬-২৮	৩৮-৩৬	৩.০-২.৯	৭৮০-৮১২	পিলেট
৩০-৩২	৩৩-৩১	২.৭-২.৬	৮২৫-৮৩২	পিলেট
৩৪-৩৬	২৯-২৮	২.৫-২.৪	৮৫০-৮৬৮	পিলেট
৩৮-৪০	২৬-২৫	২.৩-২.২	৮৭৮-৮৮০	পিলেট

খাদ্য প্রয়োগের হার ও সময়

সকাল ৬:০০	দুপুর ১১:০০	বিকাল ৫:০০	রাত ৯:০০
মোট খাবারের ২৫%	মোট খাবারের ১৫%	মোট খাবারের ২৫%	মোট খাবারের ৩৫%

সম্পূরক খাদ্যের গুরুত্ব

- চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি করে
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
- অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়
- মৃত্যুহার অনেকাংশে কমে যায়

খাদ্য প্রয়োগে সতর্কতা

- ঘেরে খাদ্য প্রয়োগের সময় এবং স্থান নির্দিষ্ট থাকতে হবে
- খাবারের ট্রে ব্যবহার করে খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে
- মেঘলা বা বৃষ্টির দিনে খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ কমাতে হবে

পানির গুণাগুণ পর্যবেক্ষণে গুরুত্ব

- চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা
- রোগ বালাই এর প্রাদুর্ভাব থেকে চিংড়িকে রক্ষা করা
- হঠাৎ মৃত্যুর হাত থেকে নিরাপদ হওয়া
- সর্বোপরি চাষ ব্যবস্থাপনায় অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা

নমুনায়নের প্রয়োজনীয়তা

- চিংড়ির মোট ওজন নির্ণয় করে খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা
- খাদ্য গ্রহণের অবস্থা বুঝতে পারা
- রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে অবগত হওয়া
- চিংড়ির সঠিক বৃদ্ধি হচ্ছে কি না পর্যবেক্ষণ করা

চিংড়ির নমুনায়ন ও স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ

আধা-নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে চিংড়ির নমুনায়ন ও স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। পি এল মজুদের ১ মাস পর অর্থাৎ চিংড়ি একটু বড় হলেই নমুনায়ন শুরু করতে হবে এবং প্রতি সপ্তাহে একবার নমুনায়ন করা উত্তম। নমুনায়নের সঠিক ফলাফল পাওয়ার জন্য ঘেরে মজুদকৃত ছোট-বড়-মাঝারি সাইজের কমপক্ষে ৩০-৪০টি চিংড়ি ধরে ওজন নিতে হবে এবং স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে
WorldFish
CGIAR